আপনার স্বপ্ন এখন বাস্তবায়িত হওয়ার সময় ...

আসুন, অসমের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করি !

প্রিয় নাগরিক,

এটা জেনে আপনি নিশ্চয়ই অতিশয় আনন্দিত এবং আশ্বস্ত হবেন যে অসম চুক্তি, ১৯৫৫ সনের নাগরিকত্ব আইন এবং ২০০৩ সনের নাগরিকত্ব বিধির আধারে এবং দেশের উচ্চতম ন্যায়ালয়ের প্রত্যক্ষ তদারকী ও তত্বাবধানে মাত্র ভারতীয় নাগরিকের নাম / তথ্য অন্তর্ভূক্ত করে অসমে সরকার দ্বারা রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জী উন্নীতকরণের কাজ রূপায়িত হতে চলেছে। নাগরিক পঞ্জী উন্নীতকরনের সময় কোন বিদেশীর নাম অন্তর্ভূক্ত হবে না। ইতিমধ্যে, নাগরিক পঞ্জী উন্নীতকরণের প্রারম্ভিক কাজের শুভারম্ভ হয়েছে। রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জী উন্নীতকরণের মাধ্যমে কয়েক দশক জুড়ে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের প্রব্রজনের সমস্যায় জর্জরিত এই রাজ্য স্থায়ী সমাধানের দিকে এক ঐতিহাসিক যাত্রার শুভারম্ভ হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে রাজ্যবাসীদের দীর্ঘদিনের একটি স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

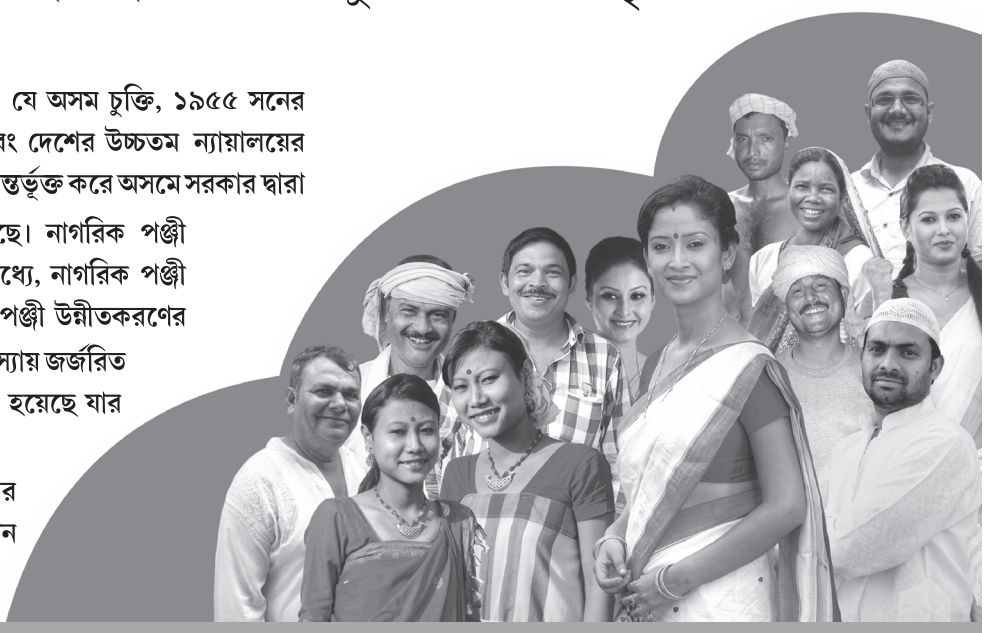

রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জী উন্নীতকরণের এই প্রক্রিয়া চলার সময় আপনার মনে অবতারণা হতে পারে এমন কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন যার সমাধান নিম্নলিখিতভাবে করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জী কি ?

রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জী হচ্ছে একটি পঞ্জী (Register) যেখানে দেশের নাগরিকের সবিশেষ তথ্য সন্নিবিষ্ট করে রাখা হয়। ১৯৫১ সনের জনগণনার কাজ শেষ হওয়ার পর সেই গণনায় অন্তর্ভূক্ত হওয়া ব্যক্তিদের সবিশেষ তথ্য সন্নিবিষ্ট করে অসমের প্রথম রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জী প্রস্তুত করা হয়েছিল।

রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীর উন্নীতকরণ কিভাবে করা হবে ?

নাগরিক পঞ্জীর উন্নীতকরণ ১৯৫৫ সনের নাগরিকত্ব আইন এবং ২০০৩ সনের নাগরিকত্ব বিধির ব্যবস্থাগুলির আধারে করা হবে। উপরোক্ত দুটো আইনের নির্দেশনা অনুযায়ী নাগরিকত্ব নিরূপনের বিষয়টি ১৯৫১ সনের রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জী এবং ১৯৭১ সনের ২৪ মার্চের (মধ্যরাত্রি) পূর্বের ভোটার তালিকার ওপর ভিত্তি করে নিষ্পত্তি করা হবে। ১৯৫১ সনের রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জী বা ১৯৭১ সনের ২৪ মার্চের (মধ্যরাত্রি) পূর্বের ভোটার তালিকা উপলব্ধ না হলে নিম্নে উল্লেখ করা ১৯৭১ সনের পূর্বের সময়ের নথির উপর ভিত্তি করে নাগরিকত্ব অর্জনের বিষয়টি বিবেচিত হবে।

(১) ভূমিস্বত্বের /রায়তীস্বত্বের নথি-পত্র
(২) নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র
(৩) স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণপত্র
(৪) শরণার্থী পঞ্জীয়ন প্রমাণপত্র
(৫) পারপত্র (পাসপোর্ট)
(৬) ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের বীমা পলিসি
(৭) সরকার দ্বারা প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র / প্রমাণপত্র
(৮) সরকারী / সার্বজনীন খণ্ডের নিযুক্তি সম্পর্কীয় প্রমাণপত্র
(৯) বেংক /ডাকঘরের হিসাবের নথিপত্র
(১০) জন্মের প্রমাণপত্র
(১১) বোর্ড / বিশ্ববিদ্যালয়ের শৈক্ষিক প্রমাণপত্র
(১২) আদালতের নথি / আদালতের প্রক্রিয়াজনিত নথিপত্র
(১৩) বিবাহসূত্রে অন্য গ্রামে স্থানান্তরিত মহিলাদের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব দ্বারা প্রদত্ত এবং স্থানীয় রাজস্ব আধিকারীক দ্বারা প্রতি-স্বাক্ষরিত প্রমাণপত্র এবং নগর অঞ্চলে কর্তৃত্বশীল রাজস্ব চক্র আধিকারীক দ্বারা প্রদত্ত প্রমাণপত্র। এই প্রমাণপত্রগুলো কেবল সমর্থনসূচক নথিপত্র (Supporting Document) রূপে গণ্য করা হবে।

(১৪) ১৯৭১ সনের ২৪ মার্চ (মধ্যরাত্রি) বা তার পূর্বে কর্তৃত্বশীল কর্তৃপক্ষের দ্বারা স্বাক্ষরিত, সীলমোহরযুক্ত রেশন কার্ড। অবশ্যে রেশন কার্ডও সমর্থনসূচক নথি রূপে (Supporting Document) বিবেচিত হবে।

রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীর উন্নীতকরণের সময় অসমের আদি বাসিন্দারূপে নাগরিকত্বের দাবীদার সব ব্যক্তিদের নাম নাগরিক পঞ্জীতে অন্তর্ভূক্ত হবে।

নাগরিক পঞ্জী উন্নীতকরণের প্রক্রিয়াটির বিষয়ে সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হল -

- **১৯৫১ সনের রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জী এবং ১৯৭১ সনের ২৪ মার্চের (মধ্যরাত্রি) পূর্বের ভোটার তালিকাগুলো সার্বজনীন প্রদর্শনের জন্য প্রকাশ করা হবে যাতে নাগরিকগণ সেই নথিসমূহে নিজের/ পূর্বপুরুষের নাম থাকা বা না থাকা সম্পর্কে স্বয়ং পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় যোগসূত্রমূলক (Linkage) নথির সন্ধান করতে পারবেন (ফেব্রুয়ারী ২০১৫)।**
- **প্রতিটি পরিবারের বাড়ীতে গিয়ে আবেদন পত্র বিতরণ করা হবে (মার্চ-এপ্রিল, ২০১৫)।**
- **নাগরিকগণ আবশ্যকীয়/সমর্থনসূচক (Supporting) নথি-পত্র সংলগ্ন করে এবং শুদ্ধ করে সব দফার তথ্য সম্পূর্ণভাবে পূরণ করে দাখিল করা আবেদনপত্রসমূহ বিশেষ উদ্দেশ্যে স্থাপিত স্থানীয় এন আর সি সেবা কেন্দ্রে (NSK) প্রাপ্তির (Receiving) ব্যবস্থা করা (মার্চ-জুলাই ২০১৫)।**
- **সমগ্র রাজ্যে এরকম প্রায় ২৫০০ (দুহাজার পাঁচশ) এন আর সি সেবা কেন্দ্র (NSK) স্থাপন করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।**
- **পরীক্ষণকারী দলের দ্বারা আবেদনকারীর নাগরিকত্ব পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা (জুন-সেপ্তেম্বর, ২০১৫)।**
- **উন্নীতকরণের জন্য প্রস্তুতকৃত নাগরিক পঞ্জীর খসরা প্রকাশ করা (Publication of Draft NRC) (অক্টোবর-নভেম্বর, ২০১৫)।**
- **খসরা নাগরিক পঞ্জীর সন্দর্ভে নাগরিকদের দ্বারা দাখিল করা দাবী এবং আপত্তিসমূহের প্রাপ্তি এবং নিষ্পত্তি করা (অক্টোবর-নভেম্বর, ২০১৫)।**
- **চূড়ান্ত নাগরিক পঞ্জী প্রকাশ করা (জানুয়ারী, ২০১৬)।**

নাগরিক পঞ্জী উন্নীতকরণের এই প্রক্রিয়ায় নিজের নাম শীঘ্রেই অন্তর্ভূক্ত করার জন্য আবেদন পত্র দাখিল করতে নাগরিকদের আহ্বান জানানো হবে।

আমার নাম নাগরিক পঞ্জীতে কেন অন্তর্ভূক্ত করতে হবে ?

নাগরিক পঞ্জী প্রস্তুত হওয়ার পর ভারতীয় নাগরিকত্বের স্থিতির সম্বন্ধে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈধ নথি হবে। এছাড়াও অসমে বাংলাদেশ থেকে আগত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর জ্বলন্ত সমস্যা তো আছেই। অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করা বিদেশীদের সনাক্ত করা প্রয়োজন। সেজন্য ভারতীয় নাগরিকের নাম রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীতে অন্তর্ভূক্ত হওয়া অপরিহার্য্য।

আমি আমার নাম কিভাবে অন্তর্ভূক্ত করতে পারব ? এবং আবেদন পত্রটি পূরণ করতে কারও সাহায্য পাওয়া যাবে কি ?

সরকার দ্বারা আবেদনপত্র দাখিল করার সূচনা জারী করার সংগে সংগে আপনি আপনার নিকটতম স্থানীয় এন আর সি সেবা কেন্দ্রে (NSK) আপনার নাগরিকত্ব সম্পর্কীয় প্রামাণ্য নথি-পত্র সংলগ্ন করে আবেদনপত্র দাখিল করবেন। নাগরিকদের আবেদনপত্র পূরণ করার কাজের সহযোগী এবং সমর্থনসূচক নথি-পত্র আহরণের ক্ষেত্রে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে গ্রামগুলোতে সজাগতা সৃষ্টির কার্য্যসূচী, যেমন - গ্রামসভা এবং দলীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত করা হবে। আবেদনপত্র কিভাবে পূরণ করতে হবে সেই সম্পর্কীয় লিখিত নির্দ্দেশাবলী আবেদনপত্রের সংগে একসংগে বিতরণ করা হবে। নাগরিকগণ সরকারের নিঃশুল্ক ১৫১০৭ (Toll Free Helpline No. - 15107) ফোন নম্বরে ফোন করে বা স্থানীয় নাগরিক সেবা কেন্দ্রে গিয়ে বা সরকারের ওয়েবসাইট - **nrcassam.nic.in** এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সাহায্য লাভ করতে পারবেন।

এই সন্দর্ভে জানানো হচ্ছে যে,

- আবেদনপত্র প্রত্যেকটি পরিবারের বাড়ী গিয়ে বিতরণ করা হবে।
- আবেদনপত্র এন আর সি সেবা কেন্দ্রে (NSK) পাওয়া যাবে এবং এন আর সি ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড (Download) করা যাবে।
- খালী (Blank) আবেদনপত্র থেকে করা ফটোকপিও ব্যবহার করা যাবে।
- আবেদনপত্র 'অনলাইন' (Online)ও দাখিল করতে পারবেন।

নাগরিক পঞ্জীতে নাম অন্তর্ভূক্তির সময় আমি কোন সমস্যার সন্মুখীন হব কি ? নথি-পত্রগুলো সংগ্রহ করার কাজটি কি জটিল হবে ?

ভারতীয় নাগরিকদের জন্য নাগরিক পঞ্জীতে নাম অন্তর্ভূক্তি কোন সমস্যার কথা হতে পারে না। নাগরিকদের শুধু ১৯৫১ সনের রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীতে বা সরকার দ্বারা প্রকাশিত প্রাক-১৯৭১ সনের (২৪ মার্চের মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত) ভোটার তালিকায় থাকা তাদের পূর্বপুরুষের নাম এবং পরিচায়ক নম্বরের (Legacy Data Code) তথ্য-পাতি যোগসূত্রসূচক (Linkage Particulars) তথ্য হিসেবে সংগ্রহ করাটা অপরিহার্য্য।

যদি যোগসূত্রসূচক এমন তথ্য পাওয়া না যায় তাহলে, ওপরোক্ত ১২ টি নথির যেকোন একটি সংগ্রহ/দাখিল করতে হবে। ইতিমধ্যে নাগরিকত্ব অর্জনের জন্য অনুমোদিত তালিকাভূক্ত নথিসমূহ নাগরিকগণ চাইলেই পাওয়ার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে সরকার সংশ্লিষ্ট সব বিভাগের প্রতি নির্দেশনা জারী করেছে।

১৯৫১ সনের রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীতে বা প্রাক-১৯৭১ সনের (২৪ মার্চের মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত) ভোটার তালিকায় নাম থাকা পূর্বপুরুষের সংগে আমার যোগসূত্র স্থাপনসূচক নথি দাখিল করতে লাগবে কি ? আমার জন্য অন্যান্য কি কি নথির প্রয়োজন হবে ?

অপর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত যেকোন একটি প্রমাণসূচক নথির ভিত্তিতে ১৯৭১ সনের পূর্বে আপনার পূর্বপুরুষের অসমে থাকা বাসস্থানের তথ্য নিশ্চিত হলে এর পর আপনাকে শুধু যোগসূত্র (Linkage) স্থাপনসূচক এবং আপনার পরিচয়সূচক (proof of Identity) কোন নথি-পত্র দাখিল করতে হবে (যদি অপর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নথিতে নথিভুক্ত নাম আপনার না হয়ে আপনার পূর্বপুরুষের হয়ে থাকে)। যোগসূত্র স্থাপন এবং পরিচয় নিশ্চিতকরণের জন্যে সরকার প্রদত্ত কোন গ্রহণযোগ্য নথিপত্র দাখিল করা আবশ্যক।

১৯৭১ সনের পর আমার পরিবারের বাসস্থান স্থানান্তরিত হওয়ায় ১৯৭১ সনের পূর্বের জায়গায় নেই, এমন অবস্থায় আমার পূর্বপুরুষের নাম সন্নিবিষ্ট ১৯৭১ সনের পূর্বের ভোটার তালিকা এবং ১৯৫১ সনের রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীর প্রামাণ্য নথি কিভাবে পাব ?

স্থানীয় এন আর সি সেবা কেন্দ্রে (NSK) আপনি বসবাস করা এলাকা ছাড়াও, রাজ্যের ১৯৫১ সনের রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জী এবং ১৯৭১ সনের ২৪ মার্চের (মধ্যরাত্রি) পূর্বের ভোটার তালিকা সমূহের তথ্য মজুত থাকবে। আপনি আপনার এলাকার নাগরিক সেবা কেন্দ্রে সব তথ্য পাবেন। সরকারের ওয়েবসাইট থেকেও 'ডাউনলোড' করে এ ধরণের তথ্যগুলো পাওয়ার সুবিধা আছে।

১৯৫১ সনের রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জী বা ১৯৭১ সনের ২৪ মার্চের (মধ্যরাত্রি) পূর্বের ভোটার তালিকাসমূহের তথ্য কতটা শুদ্ধ ? যদি আমার বা আমার পূর্বপুরুষের নাম, বয়স ইত্যাদিতে ভুল থাকে, তাহলে কি হবে ?

এই নথিগুলোর তথ্য মূল নথিতে যেমন ছিল সেইমত উপলব্ধ করার জন্য যৎপরোনাস্তি প্রচেষ্টা করা হয়েছে। নাম/বয়সের ক্ষেত্রে মূল নথিতে থাকা ভুলের জন্য কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে যদিও অতিরিক্ত প্রামাণ্য নথির সাহায্যে বা ক্ষেত্র পরিদর্শন/পরীক্ষণের সময় সরকারী আধিকারীকের দ্বারা তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে লিখিত সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে এধরণের অসুবিধা দূর করা হবে।

নাগরিক পঞ্জীতে বিদেশীদের নাম যে অন্তর্ভূক্ত হবে না সেই সম্পর্কে আমি কিভাবে নিশ্চিত হব ?

এমন কোন সম্ভাবনার স্থান নেই। কারণ, নাগরিক পঞ্জী উন্নীতকরণের ক্ষেত্রে 'লিগেসি ডাটা'য় (১৯৫১ সনের রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জী এবং ১৯৭১ সনের ২৪ মার্চের (মধ্যরাত্রি) পূর্বের ভোটার তালিকা) নাম থাকা পূর্বজের সংগে অস্তিত্বহীন যোগসূত্র স্থাপনের যে কোন অপচেষ্টা সর্বশেষ অত্যাধুনিক তথ্য এবং প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে কম্পিউটারসম্ভুত পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রতিহত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দাখিল করা সব মূল সাক্ষ্য-নথির ছায়াচিত্র (Scanned Copy) একটি কেন্দ্রীয় তথ্য-ভাণ্ডারে (Centralized Data-Base) মজুত করে রাখা হবে এবং এগুলো সাক্ষ্য-নথি চক্র/জিলা/রাজ্যিক পর্য্যায়ে জ্যেষ্ঠ আধিকারিকের দ্বারা সংগে সংগে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হবে।

এছাড়াও, আবেদনকারীদের দ্বারা দাখিল করা নথি-পত্রসমূহের নিশ্ছিদ্র পরীক্ষণ সুনিশ্চিত করা হবে। তথ্য ভাণ্ডারে মজুত রাখা সাক্ষ্য নথির সংগে মিলিয়ে দেখে দাখিল করা নথি-পত্রগুলো সত্যি না ভুঁয়ো তার সত্যতা নিরূপণ করা হবে। খসরা নাগরিক পঞ্জীতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর নাম অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সন্দেহ থাকলে যে কোন নাগরিকের এই অন্তর্ভূক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি করার অধিকার আছে।

নাগরিক পঞ্জী থেকে কোন ভারতীয় নাগরিকের নাম বাদ পরার আশংকা আছে কি ?

নাগরিক পঞ্জীতে নিজের নাম অন্তর্ভূক্তির জন্য সব যোগ্য নাগরিককে বিধিবৎ বাধ্যতামূলকভাবে আবেদন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে কোন যোগ্য নাগরিক নিষ্ক্রিয় থাকলে হবে না। অবশ্য কোন যোগ্য নাগরিক খসরা নাগরিক পঞ্জী প্রকাশের পর্য্যায়ে কোন অপরিহার্য্য কারণবশতঃ আবেদন জানাতে না পারলে চূড়ান্তনাগরিক পঞ্জী প্রকাশের আগে দাবী (Claim) আবেদন দাখিল করে নিজের নাম অন্তর্ভূক্ত করতে পারবেন।

সাক্ষ্য, প্রামাণ্য-নথি সংগ্রহ করতে কত সময় পাওয়া যাবে ? সময়সূচী সম্পর্কে জানেন কি ?

'লিগেসি ডাটা' অর্থাৎ - ১৯৫১ সনের রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জী এবং ১৯৭১ সনের ২৪ মার্চ(মধ্যরাত্রি)এর পূর্বের ভোটার তালিকাসমূহ প্রকাশের কাজ ২০১৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আরম্ভ হবে। আবেদনপত্র ঘরে ঘরে বিতবণের কাজ ২০১৫ সনের মার্চ মাস থেকে ২০১৫ সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত চলতে থাকবে। আবেদন প্রপত্র প্রাপ্তির কাজ ২০১৫ সনের মার্চ থেকে ২০১৫ সনের জুলাই পর্য্যন্ত চলবে। তাই প্রাথমিক নথিগুলো এই সময়ের ভিতরে সংগ্রহ করতে পারা যাবে। ২০১৫ সনের জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত নথি পরীক্ষা এবং আবেদনকারীর পরিচয় সনাক্তকরণের জন্য পরীক্ষণকারীদের দল আপনার এলাকায় গিয়ে ক্ষেত্র পরীক্ষণের কাজ সম্পন্ন করবে। এই সময়ের ভিতর পূর্বজের সংগে থাকা আপনার যোগসূত্র এবং আপনার পরিচয় সনাক্তকরণের প্রামাণ্য নথি সংগ্রহ/দাখিল করার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু শেষ মূহুর্তের ভীড় এড়াতে এবং নাগরিক পঞ্জীতে নাম অন্তর্ভূক্তির সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার আগে শীঘ্রেই নথি-পত্র সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়।

নাগরিক পঞ্জী উন্নীতকরণ প্রক্রিয়াতে আপনার ভূমিকা কি হবে ?

রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জী উন্নীতকরণ প্রক্রিয়ার সফল রূপায়ণ ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়রূপে পরিগণিত হবে। আপনার সহযোগ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ অবিহনে এই কাজ সম্পন্ন করাটা সম্ভবপর হবে না। তাই নাগরিকত্ব লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সব নথি-পত্র আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখুন। আপনার এলাকার নাগরিক পঞ্জীয়নের স্থানীয় পঞ্জীয়কের কার্য্যালয়ে (এন আর সি সেবা কেন্দ্র) সব নথি-পত্রসহ আবেদনপত্র সময়মত দাখিল করাটা নিশ্চিত করুন।

'অনলাইন' (Online)ও আপনি আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবেন। নাগরিক পঞ্জী প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়ায় বিরোধী শক্তি বা ন্যস্ত স্বার্থ মহল ব্যাঘাত জন্মানোর অপচেষ্টা চালাতে পারে বা অপপ্রচারে লিপ্ত হতে পারে। আপনাকে এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সজাগ হতে হবে এবং আপনার এলাকার অসামরিক/পুলিস প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। এই কাজ আপনি আমাদের নিঃশুল্ক (Toll Free) ১৫১০৭ (15107) নম্বরের টেলিফোন সেবা গ্রহণ করে বা আমাদের ওয়েবসাইট (nrcassam.nic.in) সেবার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারবেন।

আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হিতের জন্য নাগরিক পঞ্জী উন্নীতকরণের এই অভিযানকে এক চমকপ্রদ সাফল্যের কাহিনীতে রূপান্তরিত করি!

আমাদের টোল ফ্রী হেল্পলাইন নম্বর ১৫১০৭(15107)

আমাদের ওয়েবসাইট nrcassam.nic.in

নাগরিক পঞ্জীয়নের রাজ্যিক সমন্বয়কের দ্বারা জনহিতার্থে প্রচারিত